21

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 OCT 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'তথাকথিত' ছাত্র রাজনীতি

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দেশের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের কাছে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'আমি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সরকার ও বিরোধী দলকে এক টেবিলে বসানোর চেষ্টা করব। কারণ সরকার ও বিরোধী দল সকলেই দেশকে ভালবাসেন।'

নতুন রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয় দফায় গত রবিবার বঙ্গভবনে দেশের বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সর্বস্তরে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস বন্ধ সম্পর্কে বলেছেন, 'সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত দিয়েছেন সে বিষয়টি অতিশয় গুরুত্ববহ।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন শিক্ষাঙ্গনে সহিংস ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের প্রশ্নে বাস্তবতার নিরিখে যে অভিমত দিয়েছেন তা দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অনুধাবন করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সহিংস পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক ঐকমত্য অপরিহার্য বলে তিনি যে মতপ্রকাশ করেছেন, সত্যিকার অর্থেই আজ তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ কথা অতি সত্য যে, আজ দেশের বুকে যে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তা নির্মূল করা কোন একক রাজনৈতিক দল ও সরকারের পক্ষে অসম্ভব। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই রাখতে হবে। কারণ সন্ত্রাস দেশের প্রধান একটি ক্রমবর্ধমান জাতীয় সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস আরও ভয়াবহ এবং এই সন্ত্রাস সমগ্র দেশ ও জাতির মাথার ওপর ভর করে আছে। মাথা থেকে নামাতেও পারা যাচ্ছে না, আবার দীর্ঘস্থায়ীভাবে মাথায় ধারণ করে রাখতেও পারছে না। এই অবস্থা জাতির জন্য দুর্বিষহ ও উদ্বেগের। বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সময় বিশেষজ্ঞ মহল বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছে। সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যর্থতা যে কোন সরকারের যেমন ব্যর্থতা তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও চরম ব্যর্থতার শামিল। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতা গ্রহণের সময় শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করার কথা ঘোষণা দিয়ে ইতোপূর্বে অনেক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে তার কথাকে কাজে লাগাতে পারেনি। রবং তারা শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নামের বিষটুকু গিলতেও পারেনি, আবার উগরাতেও পারেনি। বাংলাদেশের সামনে বর্তমানে এই একটি জাতীয় সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে, এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণ, রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন, সরকার তথা বিরোধী দলকে নীতিগতভাবে এক স্থানে এসে দাঁড়াতে হবে। সকলের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তোলা সম্ভব না হলে এই জাতীয় সমস্যা দূর করা অসম্ভব।

নতুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন কেবল সন্ত্রাস নির্মূলের পক্ষেই নন, সকল জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ও বিরোধী দলসহ সকলকে ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলের বিষয়ে প্রস্তাবাকারে তাঁর মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি সরকারী ও বিরোধী উভয় দলকে নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন হতে নিজেদেরকে বিমুক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করে আরও বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সমস্যা মোকাবিলায় অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে তথাকথিত ছাত্র রাজনীতিকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।'

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের এ কথা বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বিচার করে দেখা অবশ্যই কর্তব্য। দেশের সন্ত্রাস নির্মূল করা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্যই যে প্রধান দায়িত্ব এ কথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

তবে এ কথার তাৎপর্য গভীর এবং এ কথা সরকারী দল, বিরোধী দলসহ সকল সংগঠনকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। রাষ্ট্রপতি ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ করার বিষয়ে সকল মহলের ঐকমত্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, যদি সকল রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য ছাত্র রাজনীতি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে, তাহলে সাময়িকভাবে তা বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি আরও একটি কথার ওপর প্রবলভাবে জোর দিয়েছেন, 'তথাকথিত' ছাত্র রাজনীতি। তিনি তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির যৎসামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখতে হবে, কারণ ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি করার কোন মৌলিক অধিকার নেই। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের, তথাকথিত রাজনীতি করার মৌলিক অধিকার নেই বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নই হচ্ছে তপস্যা—প্রাচীন এই নীতিকথা আধুনিক যুগে প্রয়োগ করা যাবে কি যাবে না সে প্রশ্নও থেকে যাবে। তবে সব প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে হলে তার প্রতি কারও দ্বিমত প্রকাশ করার কোন অবকাশ থাকে না। তাই জাতির অন্যতম সমস্যা তথা শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সরকার, বিরোধী দল এবং সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য অবশ্যই গড়ে তোলা আজ অত্যন্ত জরুরী এবং সেটা অবশ্যই জাতীয় প্রয়োজনও বটে।